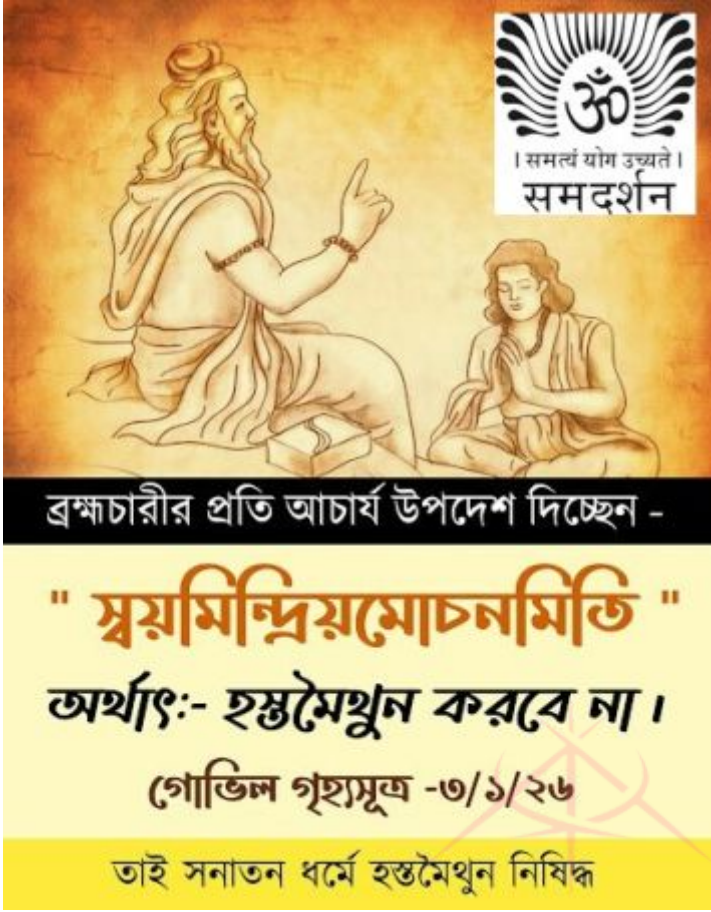




ब्रह्मचर्य

सनातन धर्मरे चार आश्रमरे प्रथमटि, याके बले ब्रह्मचर्य, ये समये मानुष शक्ति ग्रहण करते, सेहै समये अप्रयोजन शूधु दहैकि सुखलाभरे जन्य वीर्यक्षय अवश्यै खाराप ।

ब्रह्मचर्य भारतरे प्राचीन ऋषि लक्ष लक्ष बहररे तपस्यार माध्यमे आविष्कार करछेलिने। यमेन एकटि अनुसन्धाने लक्ष लक्ष परीक्षा-नरीक्षा व्यवहार करा ह्य। एकइभावे, आमादरे महान प्राचीन ऋषि सेहै समस्त परीक्षा-नरीक्षा चष्टे करछेने एवं देखेछेने। एवं तारा जानते परेछेलिने ये केवल ब्रह्मचर्यै विश्वरे सबचये बड सुख दति पारते, ऐह सुख पृथिवीर कोनओ आविष्कार द्वारा पाओया याय ना।

ब्रह्मचर्य्यण तपसा दवो मृत्युमपा॥॥॥॥। (अथर्ववेदे)

ब्रह्मचर्यरे आक्षरकि अर्थ हलो आचार वा आचरण या ब्रह्म वा नजिरे आत्मार उपलब्धि दकि परचालति करे। एर अर्थ हलो वीर्य नयिन्त्रण, वदे अध्ययन एवं जिवररे उपर ध्यान। ब्रह्मचर्यरे पारभाषिक अर्थ हलो आत्मसंयम, वशिषे करे यैतन अङ्गरे उपर नखित नयिन्त्रणरे दक्षता अथवा चन्तिता, कथा एवं कर्ममे काम थके मुक्ति कठोरभाव वरित थाका माने केवल यैतन मलिन नय, वरं स्व-कामना

প্রকাশ, সমকামী কাজ এবং সমস্ত বর্জিত যটন অভ্যাস থেকেও বর্জিত থাকা। এর সাথে অবশ্যই যটন কল্পনা এবং লোভী কামনা থেকে স্থায়ীভাবে বর্জিত থাকা জড়িত। হস্তমৈথুন এবং সমকামী যটনমলিনের মতো সকল ধরণের যটন অসঙ্গতি এবং বিভিন্ন ধরণের খারাপ অভ্যাস সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে হবে। এগুলি স্নায়ুতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপর্যয় এবং চরম দুর্দশা ডেকে আনে।

ব্রহ্মচর্য হলো চিন্তা, কথা এবং কর্মে পবিত্রতা। এটি ব্রহ্মচর্য এবং সংযম। ব্রহ্মচর্য হলো ব্রহ্মচর্যের ব্রত। 'ব্রহ্মচর্য' শব্দটি ল্যাটিন *caelebs* থেকে এসেছে, যার অর্থ অববাহিত বা অববাহিত, এবং অববাহিত জীবনযাপনের অবস্থা বোঝায়। কিন্তু ব্রহ্মচর্য কেবল অববাহিত অবস্থা নয়। এর মধ্যে কেবল লঙ্ঘিত বা প্রজনন ইন্দ্রিয় নয়, বরং চিন্তা, কথা এবং কর্মে অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ অন্তর্ভুক্ত। শব্দটির বিস্তৃত অর্থ এটিই ব্রহ্মচর্যের সংজ্ঞা। নির্বাণ বা পরিপূর্ণতার দ্বার হল সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য। সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য হল এলিসিয়ান আনন্দের রাজ্য খোলার মূল চাবিকাঠি। পরম শান্তির আবাসস্থল পথ ব্রহ্মচর্য বা পবিত্রতা থেকে শুরু হয়।

ব্রহ্মচর্য হলো যটন আকাঙ্ক্ষা এবং চিন্তাভাবনা থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। একজন প্রকৃত ব্রহ্মচারী কোনও নারী, কাগজের টুকরো বা কাঠের টুকরো স্পর্শ করলে কোনও পার্থক্য অনুভব করবেন না। ব্রহ্মচর্য পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। ভীষ্ম, হনুমান, লক্ষণ, মীরা বাই, সুলভা এবং গার্গী সকলেই ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

কেবল পশুর আবগেগে নিয়ন্ত্রণ করলেই ব্রহ্মচর্য হবে না। এটি অসম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য। আপনাকে সমস্ত অঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে - কান যা কামরে গল্প শুনতে চায়, কামরে চোখ যা আবগেগে উদ্দীপিত করে এমন জনিসি দেখতে চায়, জিহ্বা যা উত্তেজনাপূর্ণ জনিসিরে স্বাদ নতে চায় এবং ত্বক যা উত্তেজনাপূর্ণ জনিসি স্পর্শ করতে চায়।

কামরে দৃষ্টিতে তাকানো চোখের ব্যভিচার; কামরে উদ্রেককারী কিছু শোনা কানের ব্যভিচার; কামরে উদ্রেককারী কিছু বলা জিহ্বার ব্যভিচার।

ব্রহ্মচর্যের আটটি ব্রিতি

আট ধরণের ভোগ, যথা, সর্ষে বা আবগেগের সাথে নারীদের দিকে তাকানো, স্পর্শ বা তাদের স্পর্শ করা, কলেবি বা খেলো, কীর্তন বা অন্য লঙ্ঘিত গুণাবলীর প্রশংসা করা, গৃহ-ভাষণ বা একান্তে কথা বলা, সংকল্প বা দৃঢ় সংকল্প, অধ্যবসায় বা তপ্তির আকাঙ্ক্ষা, অন্য লঙ্ঘিত কাছের যাওয়া এবং ক্রিয়ানবিত্তি বা প্রকৃত যটনক্রিয়া, এই আট ধরণের ভোগ হল আট ধরণের ব্রিতি, অর্থাৎ অখণ্ড ব্রহ্মচার্য অনুশীলনের স্রোতে। আপনাকে অত্যাধিক যত্ন, আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সতর্ক সতর্কতার সাথে এই আটটি বাধা এড়াতে হবে। কেবলমাত্র যিনি এই সমস্ত ব্রিতি থেকে মুক্ত তাকেই প্রকৃত ব্রহ্মচারী বলা যতে পারে। একজন প্রকৃত ব্রহ্মচারী এই আটটি ব্রিতি নির্মমভাবে এড়ানো উচিত।

একজন ব্রহ্মচারীর উচিত কামুক দৃষ্টিতে কোন নারীর দিকে তাকানো এড়িয়ে চলা। তাকে স্পর্শ করার বা খারাপ উদ্দেশ্যে তার কাছের যাওয়ার ইচ্ছা থাকা উচিত নয়। তার তার সাথে খেলো করা, রসকিতা করা বা কথা বলা উচিত নয়। তার নিজের মধ্যে বা তার বন্ধুদের সামনে কোন নারীর গুণাবলীর প্রশংসা করা উচিত নয়। তার কোন

নারীর সাথে গোপনে কথা বলা উচিত নয়। তার নারীদরে কথা মোটেও ভাবা উচিত নয়। তার যটন উপভোগের জন্য কোন শারীরিক ইচ্ছা থাকা উচিত নয়। একজন ব্রহ্মচারীর অবশ্যই যটন মলিন এড়িয়ে চলা উচিত। যদি সে উপররে কোন ন্যিম ভঙ্গ করে, তাহলে সে ব্রহ্মচার্যের ব্রত লঙ্ঘন করে।

যদিও প্রথম সাত ধরণের মঠে প্রকৃত বীর্যপাত ঘটায় না, তবুও বীর্য রক্ত ঐ থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং সুযোগ পলেই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, হয় স্বপ্নে অথবা অন্য কোনও উপায়ে। প্রথম সাত ধরণের মঠে মানুষ মানসকিভাবে আনন্দ পায়।

যটনতা নিয়ে আলোচনা করা উচিত নয়। নারীদরে নিয়ে চিন্তা করা উচিত নয়। যদি কোনও নারীর কথা মনে আসে, তাহলে আপনার মনে আপনার ইষ্টদেবতার প্রতচ্ছবি নিয়ে আসুন। মন্ত্রটি জোরের জোরের পুনরাবৃত্তি করুন।

কামুক দৃষ্টি, কামুক চিন্তাভাবনা, স্বপ্নদোষ - এগুলো সবই ব্রহ্মচার্যের ব্যর্থতা অথবা ভঙ্গ। তোমার দৃষ্টিতে পবিত্র থাকে। দৃষ্টিদোষ বা কামুক দৃষ্টি ত্যাগ করো। কামুক দৃষ্টি নিজের ব্রহ্মচার্যের ভঙ্গ।

হস্তমৈথুন বা মাস্টারবেশন হচ্ছে হাত দিয়ে নিজের গোপনাংগ সঞ্চালন করে বীর্য নর্গত করা।

প্রতিনিয়িত করার ফলে এটি অভ্যাসে পরিনত হয়ে যায়, মনে রাখা দরকার- শয়তান চায় মানুষের নগ্নতা প্রকাশ করে গুনাহে লিপ্ত করতে, এবং বান্দা একবার এতে মজা পেয়ে গেলে প্রতিনিয়িত করতেই থাকে। ফলপ্রসূ স্বভাবে পরিনত করে। বিশেষভাবে, যুবক বয়সে অর্থাৎ যটননে ছলে এমকমিয়েদের ও এই সমস্যা বেশী। স্কুল, কলেজে কংবা ভার্সটিপিডুয়া কডেই এর থেকে মুক্ত নয়। মজা কংবা অভ্যাসে এক সময় এটা রোগে পরিনত হয়।

ছোটবেলা থেকেই নানাজনের কাছে নানাভাবে শুনতে শুনতে এটা আমাদের মাথায় সেটে হয়ে যায় যে, বীর্যক্ষয় দেরে ভয়াবহ ক্ৰতি হয়, পড়াশোনা হয় না, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি আর এতকিছু এতবার জানা বা শোনার পরও ছলেরো যখন নিজেকে আটকাতো পারে না, হস্তমৈথুনের মাধ্যমে বীর্যক্ষয় করে ফলে, তখন তাকে গ্রাস করে এক ভয়াবহ বসিগ্নতা, এক অপরাধবোধ, যা তাকে প্রায় মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ করে তোলে এবং সে বার বার প্রতজিঞা করে যে এই কাজ সে আর কখনো করবে না, কিন্তু তার শরীর কয়েকদিন পরেই তাকে আবার সেই কাজ করতে বাধ্য করে। সে আবারও সেই একই কাজ করে এবং একইভাবে অনুতপ্ত হয় এবং মানসকিভাবে বিপর্যস্ত হয়, যা তাকে শারীরিকভাবেও বিপর্যস্ত করে। এই ঘটনা একজন ছলেরে জীবনে বার বার ঘটতে থাকে এবং এ সম্পর্কে ভুল শিক্ষার ফলে সে বার বার নিজের ক্ৰতি করতে থাকে।

অপরগিত বয়সে, যমেন- বালক বা কিশোর অবস্থায় বীর্যক্ষয় অবশ্যই শরীরের জন্য ক্ৰতিকর; কারণ, এই সময় মানুষের দেহ গঠন হতে থাকে, তাই এই সময় বীর্যক্ষয় দেহের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু যুবক বা পরগিত বয়সে বীর্যক্ষয় বাস্তবে শরীরের কোনো ক্ৰতি হয় না, বরং এই সময়ে বীর্যক্ষয় না হলেই শরীরে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। যারা বিবাহিত, তারা তো বীর্যক্ষয় করে বা করবেই, এটা

সাধারণ বিষয়। কিন্তু যারা অববাহিতা, তারা যদি দহে যটনতার কারণে প্রচণ্ড
উত্তেজনা বোধ করে, তখন তাদেরকে বীর্যপাত করতেই হবে, না হলে তারা নানারকম
শারীরিক এবং মানসিক চাপে পড়বে, যা তাদের ক্ষতি করবেই করবে।

